বয়স: ২১
পড়ালেখা : মেট্রিক পাশ (এস,এস,সি)
পেশা: বিদেশ
প্রশ্ন: এক পাকে কয়জন খান?
উ: ৯ জন
প্রশ্ন: কে কে
উ: আমার শশুর শাশুড়ী, জা ভাসুর তার দুই ছেলে আমার এক ছেলে। তার আব্বা বিদেশ গেছে।
প্রশ্ন: এখানে আয় রোজগার কে কে করে?
উ: ভাসুর করে ,শশুর করে আর ওর আব্বা ।
প্রশ্ন: তাতে আনুমানিক কত আয় থাকে বলতে পারবেন ?
উ: আনুমানিক কত ? এক মাসে
প্রশ্ন: এটাতো ক্ষেকের ধান টান আছে সর্ম্পূন বলা সম্ভব না অনুমান করে বলেন?
উ: সংসারিক আয় বিশ পচিশ হাজার টাকা ।
প্রশ্ন: ২০/২৫ হাজার টাকা খরচ যায় তাইলে আয় কি একটু বেশী ধরব ।
উ: হ্যাঁ ও তো আছেই আবার বিদেশে গেছে আবার বাড়ীতেও করে।
প্রশ্ন: আয় একটু বেশী ধরব ৩০/৩৫ হাজার এ রকম হবে ?
উ: হবে ।
প্রশ্ন: এই যে বাড়ীতে যে হাসঁ মুরগী গরু ছাগল পালতেছেন,গরু আছে আপনাদের ?
উ: হ্যাঁ আছে ।
প্রশ্ন: আচ্ছা গরু পালতেছেন কতদিন ধরে?
উ: গরু পালা হয় অনেকদিন ধইরাই । বিয়া হইছে যতদিন ততদিন ধইরাই ।
প্রশ্ন: বিয়ে হইছে কতদিন ?
উ: ৪বছর
প্রশ্ন: মুরগীও কি তখন থেকে পালেন ?
উ: হ্যাঁ ।
প্রশ্ন: মুরগী, গরু এইগুলা দেখাশুনা করে কে?
উ: আমি করি রেকর্ড বুঝা যায় না)
প্রশ্ন: মুরগী,গরু হাস টাস পালেন?
উ: হাঁস পালি না ।
প্রশ্ন: হাঁস নাই , কবুতর?
উ: কবুতরও নাই ।
প্রশ্ন: তাইলে মুরগী আর গরু, মুরগী কতগুলা আছে ?
উ: মুরগী এখন বড় ৪টা আর বাচ্চা ।
প্রশ্ন: আর গরু কয়টা?

উ: গরু হইল ২টা ।
প্রশ্ন: আপনি যে মুরগী গরু দেখাশুনা করেন মুরগীর জন্য কিকি কাজ করতে হয়?
উ: মুরগীরে খাইবার দেই, মুরগী ডিম পাড়ে
প্রশ্ন: আচ্ছা সকাল বেলা থেকে শুরু করেন , সকালে খোপ খুইল্যা দেয় কে ?
উ: আমি দেই ।
প্রশ্ন: এরপরে খাবার দেন কোন সময় ?
উ: খাবার দেই, দিনে ৩/৪ বার খাবার দেই। মুরগী হইল পায়খানা করে ওইগুলা পরিস্কার করি।
প্রশ্ন: পায়খানা যে উঠানে করে ওইগুলা ?
উ: হ্যাঁ, বারান্দায় করে, উঠানে করে ওইগুলা পরিস্কার করি।
প্রশ্ন: খাইতে দেন কি খাইতে দেন ?
উ: চাউল দেই।
প্রশ্ন: চাউল দেন এছারা আরা কি দেন ?
উ: এছাড়া ধানের দিন আইলে ধান দেই,ধান আর চাউল এই বেশী খাওয়া হয় । বাড়ীতে যে ফসল আসে তাই খায় ।
প্রশ্ন: ফসল মানে উঠানে যে পড়ে থাকে ?
উ: ফেনা দিয়া কুরা দেয়া হয় ।
প্রশ্ন: ও আচ্ছা ভাতের সাথে যে কুরা মিক্সড করে দেয় ?
উ: হ্যাঁ, ভাতের সাথে কুরা দিয়া মাখাইয়া দেওয়া হয় ।
প্রশ্ন: বাটিতে মাখাইয়া দেন ?
উ: হ্যাঁ ।
প্রশ্ন: এটা কি প্রত্যেকদিন দেন নাকি মাঝে মাঝে অনেকদিন পর পর দেন ?
উ: প্রত্যেকদিনই দেই । খাওয়া বুঝে যখন খায় তখন প্রতিদিনই দেই আবার এক দুই দিন না খাইলে আবার বাদ দেই ।
প্রশ্ন: আপনারা যে খাওয়া দাওয়া করেন ভাত বোত বাচলে ওইগুলা কি দেন?
উ: হ্যাঁ ।
প্রশ্ন: এর বাইরে বাজারের খাবার দাবার ককনও দেওয়া হইছে ?
উ: না না সব বাড়ীর খাবারই ।
প্রশ্ন: এই যে ধরেন আমরা ভালো থাকার জন্য সুস্থ থাকার জন্য ভাল খাই অসুখ বিসুখ হইলে ঔষধ খাই,আবার অনেক সময় বাচ্চাদের যে রকম টিকা দেই ভালো থাকার জন্য অনেক কিছু করি । হাসঁ মুরগী ভালো রাখার জন্য কি করেন? আপনি বা আপনারা কি করেন?
উ: হাসঁ মুরগীর ঠান্ডা লাগলে পায়খানা খারাপ হইলে ঔষধ আইন্যা খাওয়াই ।
প্রশ্ন: ঠান্ডা লাগলে বুঝেন কিভাবে ?
উ: ওই যে ঝুম ধইরা থাকে ।
প্রশ্ন: পায়খানা করলে পাতলা পায়খানা হয় ?
উ: হ্যাঁ, পাতলা পানির মতো পায়খানা হয়।

প্রশ্ন: ওইটা দেখলে তখন ঔষধ দেন ?
উ: হ্যাঁ, ঔষধ দেই ।
প্রশ্ন: এছাড়া মুরগী যাতে তাড়াতাড়ি বড় হয় এইটার জন্য কি কোন ভিটামিন খাওয়নো হয় বা এরকম ?
উ: না না তার জন্য কিছু দেই না ।
প্রশ্ন: আচ্ছা এই খাবারগুলা কি দিবেন কি খাবার দিওে বালো গয় কি খাবার দিওে সুস্থ থাকবে মুরগী, কোন ঔষধ দিলে সুস্থ থাকবে মুরগী এগুলা জানছেন কিভাবে?
উ: ওইগুলা তো জাইনা দেই না । যেইগুলা মুরগী খায় , খাইতে দেখা হয় ওইগুনাই দেয়া হয় ।
প্রশ্ন: যেগুলা মুরগী দেখেন যে, সবসময় খায় ওইগুলই দেন?
উ: খাইতেছে ,হ ওইগুলাই দেওয়া হয় ।
প্রশ্ন: অসুখ বিসুখ হইলে যে ঔষধ এইটা কিভাবে জানেন যে,কোন ঔষধ কিনতে হবে ?
উ: ওইটা হইল ঔষুধের দোকানে থেকেই বইল্যা আনা হয় যে, মুরগী অসুস্থ ।
প্রশ্ন: কে নিয়া আসে এইগুলা ?
উ: আমার শশুড় আনে ।
প্রশ্ন: গিয়ে ওইখানে কি বলে?
উ: যে মুরগী এইরকম ঝিমাইতেছে বা পায়খানা এই রকম হইতেছে এরজন্য কিছু দেন ।
প্রশ্ন: কত করে আনে ঔষধ জানেন ?
উ: হ্যাঁ জানি ২০ টাকা কইরা ১৫ টাকা কইরা একটা বোতর আনে ।
প্রশ্ন: মুরগীর এইগুলা কি বাচ্চা তুলছেন নাকি কিনে নিয়া আসছিল ?
উ: বাচ্চা তুলছিল ।
প্রশ্ন: কখনও কি মুরগীর ভ্যাকসিন , টেকসিন দিছেন ?
উ: না ।
প্রশ্ন: ওই যে ড্রপের মতো থাকে, ড্রপের মতো দেয় যে মুখের মধ্যে
উ: কৌটার মধ্যে ড্রপের মতো
প্রশ্ন: মুরগী হাঁ করাইয়া মুখে ড্রপ দিতে হয় ওইগুলা দিছেন কখনও ?
উ: দিছি দিছি হ ।
প্রশ্ন: ওইটা কি অসুখ হইছিল দেখে নাকি ?
উ: হ অসুখ হইছিল । মুরগী ঝিমাইত , মুরগী তাকাইতো না ।
প্রশ্ন: কখনও এই রকম হইছে আশেপাশের মুরগী অসুস্থ হইছে বা একটা মুরগী অসুস্থ হইছে আপনি সবগুলোকে ঔষধ দিছেন ?
উ: হম ঝিমায় । অনেকটি কইরাই ঝিমায়
প্রশ্ন: তখন কি ওই ঔষধগুলা দেন ?
উ: হ, একেকটা আবার বাচেও না । আবার একেকটা
প্রশ্ন: যখন একটার হয় তখন সবগুলারেই খাওয়ান ?
উ: সবটিরই খাওয়ানো হয় ।

প্রশ্ন: বাচেঁ না বলছিলেন কি হয় তখন ?
উ: ওই যে ঝিমায়,ঝিমায়াই ওই রকম রুমের মধ্যেই মইরা রইছে । বাচ্চা ও ওই রকম কতদিন পর পর ফালানো হয় ।আবার বড় তাও মইরা থাকে ।
প্রশ্ন: কখনও এ রকম হয় ঝিমাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি জবাই দিয়ে দেওয়া ।
উ: হ্যাঁ, হ্যাঁ দেওয়া হয় অনেক সময় ।
প্রশ্ন: তো ঔষধটা কি আগে আগে দেওয়াই ভালো নাকি যখন অসুখ হয় তখন দিলে ভালো ?
উ: তো ঔষধটা আনার সময় কইছিল যে, ৬মাস পর পর মুরগীরে ঔষধ খাওয়ানো ভালো । তারপরেও আমি এতো খাওয়াই না ।
প্রশ্ন: ৬মাস পর পর অসুখ হউক আর না হউক খাওয়াইতে হবে ?
উ: খাওয়াইতে বলে কিন্ত অত খাওয়ানো হয় না যখন দেহি ১/২ টা মুরগীর মধ্যে সমস্যা হইছে তখন ঔষধ খাওয়াই ।
প্রশ্ন: ধরেন ৪টার মুরগীর একটটর অসুখ হইছে তখন ঐ একটা কে কি করেন আপনি ?
উ:ঐ একটার আলাদা রাইখা দেই,দেহি যে ঔষধ খাওয়াইয়া দেহি যে কমেনি সাতে সাথে অন্যডিরেও ওসুধ খাওয়াই দেই দেহি যে, ঐগুলো কেমন করতাছে আর যেটা অসুস্থ এইটা কেমন করতাছে ।
প্রশ্ন: আচ্ছা ধরেন আসে পাশের বাড়িতে মুরগীর মরন লাগে সমানে বাড়িতে সব মুরগী মরতে থাকে এরকম ব্লাড ফ্লু নাম শুনছেন ? এইযে খামাওে হয় এইগুলা বেশী ,বাসা বাড়িতে কম হয়?
উ: কি জানি , জানি না ।
প্রশ্ন: এইযে সমানে মুরগী মরতে থাকে শুনছেন এইগুলো কখনো ?
উ: হুমম..কি জানি
প্রশ্ন: আচ্ছা কিন্ত এরকম শুনছেন যে আশেপাশের বাড়িতে মুরগী মরতেছে এই জন্য আপনেও মুরড়ীতে ঔষধ দিচ্ছেন এরকম ?
উ: না, এরকম তো দেইখ্যা দেই না । বাড়িতে মুরগী দেইখ্যা ওষুদ খাওয়াই ।
প্রশ্ন: আচ্ছা এই যে বর্ষা কালে আর শীতকালে এই রকম সময়ে, মুরগী কোন সময়ে বেশী অসুস্থ হয় ?
উ: শীতের মধ্যেই হয় ।
প্রশ্ন: কি হয় ?
উ: এইযে কুয়াশা পইরা থকলে মুরগীর ঠান্ডাটা আরো বেশী হয়। পাইখানা বেশী হয় ঠান্ডা লাগলে পাইখানা করে ।
প্রশ্ন: আচ্ছা শীতের মধ্যে আর গরমের মধ্যে মুরগী পালার কোন পার্থক্য আছে। যত্ন নেওয়ার ভিতরে? এইযে ঔষুধ খাওয়ার ভিতওে কোন পার্থক্য হয়?
উ: না না অসুখ ছাড়া ওষুদ খাওয়াই না ।
প্রশ্ন: তার মানে ঠান্ডার দিনে বেশী খাওয়ান , না যখন অসুখ হয় তখনি খাওয়ান ?
উ: যখন অসুখ হয় তহনি খাওয়াই ।

প্রশ্ন: আর গরমের দিনে বর্ষাকাওে মুরগী বৃষ্টিতে মুরগীর অসুখ বিসুখ হয়না কোন রকম ?
উ: বৃষ্টির মধ্যে এত হয়না ।
প্রশ্ন: বা মুরগীর গায়ে কোন পোকা টোকা হওয়া বা উকুনের মত হওয়া এরকম বা ঘাঁ- টা হওয়া এরকম ?
উ: না ঘাঁ হয় না ।
প্রশ্ন: এই যে মুরগী যে পালতেছেন মুরগী থেকে কি ধরনের ময়লা হয় ?
উ: মুরগীর ময়লা ঐযে মুরগীর পাইখানাই বেশী করে আর শরীরের ময়লা ঝাকি মারে নিজেই পরিস্কার কওে ফেলে ।
প্রশ্ন: আর ময়লা যে খোপের মধ্যে থাকে এটা পরিস্কার করেন কিভাবে ?
উ: হার পাট দিয়া কোদাল দিয়া আইনা ফালায় ।
প্রশ্ন: মানে াক দিয়া ?
উ: হার পাট ঐ যে হইল ধান টানে না ঐগুলা দুইটা কইরা বানায় ডিম বের তরার লাইগা ঐগুলা দিয়া টান দিয়া আইনা কোদাল দিয়া ইয়া ভইরা খাচিতে ভইরা ফালাইতে হয় ।
প্রশ্ন: আচ্ছা কতদিন পর পর ঐটা পরিস্কার করেন ?
উ: পরিস্কার করি দুই তিন মান পর পর ।
প্রশ্ন: তো কতখানি করে পায়খানা ?
উ: জমে ১/২ আগলও হয়না ।
প্রশ্ন: ১/২ মানে ঐ ঝুরিগুলা ? ঐ ঝুরিগুলারে কি বলেন আপনারা ?
উ: হ্যাঁ ঐ গুলারে আগল কই,হাজি কই ।
প্রশ্ন: এইগুলা নিয়ে ফেলেন কোথায় ?
উ: এই যে আমরার ক্ষেতেই দেই ।
প্রশ্ন: ক্ষেতে কি গাছ গাছালির নিচে ?গাছের নিচেই দেন ?
উ: তরকারি বুনি দেইখ্যা ক্ষেতেই দেই ।
প্রশ্ন: এছারা ধরেন উঠানে বা বারান্দায় যেগুলা পরে সেগুলা পরিস্কার করেন কিভাবে ?
উ: পাচাঁল দিয়ে উঠিয়ে উঠিয়ে ফালাই দেই । আর বারান্দাই তেনা দিয়া ফালাই ।
প্রশ্ন: আচ্ছা তেনা দিয়া মুছে তেনাই ফালাই দেন নাকি ?
উ: হ , তেনাই ফালাই দেই ।
প্রশ্ন: আচ্ছা পাচন দিয়ে ঐটা কি উঠানের কোন একটা কোনায় ফালায় দেন ?
উ: কাছারেই ফালাই দেই ।
প্রশ্ন: কাছারে মানে এই সাইডে ?
উ: হ , এই সাইডে ফালাই দেই ।
প্রশ্ন: এছাড়া আর কোন ধরনের ময়লা টয়লা হয় ? হাসঁ- মুরগীর ?
উ: না আর কি ময়লা হবে, এইগুলই তো ।
প্রশ্ন: আচ্ছা হাঁস মুরগী কে যে থালা বাসন গুলায় খকইতে দেন সেগুলা কি ্উঠানে খাবার ছিটায় দেন নাকি থালা বাসনে দেন ?

উ: উঠানেই ছিটায়ে দেই আবার ফেনা দিলে ঐযে মাইটা ডুহির মধ্যি দেই ।
প্রশ্ন: আচ্ছা মাইটা ডুহি াক ধুইতে হয় মাঝে মাঝে ?
উ: ধুই যখন বেশী ময়লা হয়ে যায় ?
প্রশ্ন: কয়দিন পর পর সেটা ?
উ: ঐটা হইল খাবার দিতে দিতে মুরগী তো ময়লা করে খায় ।
প্রশ্ন: আচ্ছা যখন ময়লা দেখেন তখন, তো তখন ঐইটা কিভাবে ধোন ?
উ: ঐটা ধুই আগে পানি দিয়া ধুই পরে হইল এর পানি দিয়া ধুই ।
প্রশ্ন: কি ঘষতে হয়না কিছু দিয়ে ?
উ: হ্যাঁ, নেকড়া দিয়ে এইযে এদিয়া থালা বাসন ধোয় যেইগুলা দিয়া ঐগুলা দিয়া ধুই ।
প্রশ্ন: থালা বাসন ধোন যেটা দিয়ে ঐটা দিয়ে ধোন নাকি আলাদা কোন কিছু দিয়ে ?
উ: আলাদা ঐগুলা দিয়াই ধুই (স্ক্র্যাবার)
প্রশ্ন: এই মুরগীর পায়খানা টায়কানা এইগুলা যে ক্ষেতের সার হিসাবে দেন আবার অনেকেই মাছের খাবার হিসাবে দেয়, আপনার কখনো মাছের খাবার হিসাবে দিছেন?
উ: না ।
প্রশ্ন: মাছ পালেন না ?
উ: না ।
প্রশ্ন: এই যে মুরগীর খোপ থেকে পায়খানা টায়খানা পরিস্কার করেন এটা কি সহজ কাজ না কঠিন কাজ ?(১১:৩০ সেকেন্ড লাইন টা বুঝা যায় না)
উ: সহজেই হার পাঠ দিয়া আইনা কোদাল দিয়া ফালাই দেই ।
প্রশ্ন: কতখন লাগে করতে এটা ?
উ: বেশী সময় লাগে না ।
প্রশ্ন: এই পায়খানা গুলায় উঠানের কোনায় ফেলতেছেন বা ক্ষেতের মধ্যে ফেলতেছেন এইখান থেকে বাচ্চা- টাচ্চারা হাত দিয়ে ধরেনা ?বা ক্ষেতে ফেললে অন্য কোন?
উ: না, মাটি সহ মিইস্যা যায়গা তো যাইবার দেই না ।
প্রশ্ন: আচ্ছা যেতে দেন না ,উঠানের ভিতর যে পায়খানা করে রাখে বাচ্চারা কখনো ঐগুলো মধ্যে হাত দেয় না ? ছোট বাচ্চারা কো বুঝেনা ?
উ: হাত দেয় না পাছন দিয়া নিয়া ফালিনা দেইখ্যা, আমাদেও দেখে ঐইভাবে ফালি না তো ।
প্রশ্ন: দিনে কোন সময়ে উঠানটা পরিস্কার করেন ? পাছন দিয়া ?
উ: দিনে করি সারাদিনে করা লাগে একটু পরে পরে পাইখানা করে এইগলো ।
প্রশ্ন: আচ্ছা যখন দেখেন পায়খানা আছে তখনি পাছন দিয়ে ?
উ: হ্যাঁ পারা লাগবো বাচ্চারা পারা দিবো তখনি ফালাই দেই ।
প্রশ্ন: এই পরিস্কার করার ক্ষেত্রে শীতেকালে যেভাবে করেন বর্ষাকালে কি কোন পার্থক্য আছে?
উ: বর্ষাকালে তো ঐগুলা বৃষ্টিতেই বেশী ধুয়ে যায়, তখন বারিন্দায় এর টা ফালানো লাগে বেশী।
প্রশ্ন: আচ্ছা আর ঐযে মুরগীর খোপ পরিস্কার াক ২০/২৫ দিন পর পরই করেন বর্ষাকালে ?

উ: এই জায়গায় আগে পানি উঠতো এহন উঠে না ।
প্রশ্ন: ঐ ক্ষেতে কি উঠে ?
উ: ঐ ক্ষেতে আগে উঠতো এহন তো মাটি ফালানো হইছে এহন আর উঠে না ।
প্রশ্ন: আচ্ছা পিছনের ক্ষেতটাতে উঠে ?
উ: হ্যাঁ পিছনের টায় উঠে ।

প্রশ্ন: ঐটা কি খাল নাকি একটা ?
উ: ঐটা গাং , নদী ।
প্রশ্ন: কি নদী ঐটা ?
উ: তুরাগ নদী না, কি জানি বংসাই নদী হুম বংশাই নদী ।
প্রশ্ন: তো নদীর কান্দায় কখনো ফালান না মুরগীর ইয়া টিয়া ?
উ: না না ,আমরা ক্ষেতেই দেই ।
প্রশ্ন: আর মুরগী যে জবাই দেন আমরা তো সব জিনিস খাইনা কিছু জিনিস পালাই দেই ঐইগুলা কই ফালান ?
উ: ঐগুলা ওইপাশে ফালাই দেই বা ক্ষেতে ফালাই দেই ।
প্রশ্ন: ক্ষেতে নাকি গাং এ ?
উ: নিচে উমরাই সাইডে ফালাই দেই ।
প্রশ্ন: মানে গাংয়ের পাশে ?
উ: হ্যাঁ গাং এর পাশে ফালাই ।
প্রশ্ন: আপনে রান্না ঘরটর এর ময়লা সব ওইদিকে দিয়ে ফেলেন ?
উ: রান্না গরের গুলা তুইল্যা ফালাই বেশী ময়লা হইলে তুইল্যা ফালাই ।
প্রশ্ন: এই যে ধরেন, হাসঁ মুরগীর পায়খানা টায়খানা যখন পরিস্কার করেন তখন নিজে সেইফ থাকার জন্য কিছু করেন ?
উ: হাত মুখ ধুই সাবান দিয়া ।
প্রশ্ন: এইটা কি পায়খানা পরিস্কার করার পরে ?
উ: হুম ।
প্রশ্ন: সাবান দিয়ে হাত মুখ কোন কোন সময় ধোন ?

উ: সারা দিনিই তো কাজ করার পরে ধুয়া হয় ।
প্রশ্ন: না, মানে হাসঁ- মুরগীর ক্ষেত্রে কোন সময়টা সাবান দিয়া ধোন?
উ: সাবান দিয়ে ঐ যে মুরগীর পাইখানা ফেললে তখন গোসলই কইরা ফালাই, তখন পাইখানা ফালাই।
প্রশ্ন: আর কিান সময় ধরেন মুরগী ধরলেন বা খাবার দিলেন তখন ?
উ: হ্যাঁ, খাবার দিয়া ধোয়া হয় ।
প্রশ্ন: তখন কি পানি দিয়া ধোন নাকি সাবান দিয়ে ?
উ: পানি দিয়াও ধুই সাবান দিয়াও ধুই যখন ভাত খাইবার দিই তখন পানি দিয়া ধুই মানে ছিটাইয়া দিই তখন আবার যখন ফেনা কইরা দেই তখন সাবান দিয়া ধুই ।
প্রশ্ন: মানে বাটিটা ধরলে তখন সাবান দিয়া ধোন ?
উ: হ
প্রশ্ন: আচ্ছা ধরেন, মুরগীর খাবার দিলেন দিয়া উঠানের কোন কাজ করলেন তখন তো নিঃশ্চই সাবান দিয়া হাক ধোয়া হয়না ?
উ: না, তখন সব কাজ সাইরা হাত মুখ ধুয়া হয় ।
প্রশ্ন: ধরেন মুরগীর খাবার দেওয়ার পরে কোন ধরনের কাজ করলে সাবান দিয়া ধোন ?
উ: মুরগীর খাবার দিয়া অনেক কাজেই তো আছে ।
প্রশ্ন: মানে মনে করেন আপনি মুরগীর খাবার দিলেন ঐগুলা ধরলেন পরে আপনি উঠান ঝারু দিলেন তখন কি সাবান দিয়া ধোন ?
উ: ঝারু দেওয়ার পরে হাত মুখ ধুই, ধুলা ঝাইরা ফালাই ।
প্রশ্ন: মুরগী কে খাবার দিয়ে রান্না ঘরের কাজে গেলেন তখন কি করেন?
উ: তখন হাত ধইয়া যামু ।
প্রশ্ন: কি দিয়ে হাত ধুয়ে যান ?
উ: সাবান ধরেন রান্না করতেছি তরকারি পাক করতেছি তখন ধইয়া যামু ।
প্রশ্ন: এছারা আর কিছু করেন না হাতে কিছু পইরা নেওয়া বা নাকে কাপড় টাপর দেওয়া এমন কিছু ?
উ: এমন কিছু করিনা এমনে ঝারু দিতে গেলে নাক মুখ দিয়া ময়লা যায় বেশী ।
প্রশ্ন: এইযে হাত ধুয়ার ক্ষেত্রে মুরগী লালন পালন করার ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় দেখা যায় ভুলে যাই বা অনেক কারন থাকে ধুয়া হয়না যেমন ামরা জানি যে ভাত খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুইতে হয় কিন্ত আমরা অধিকাংশ সময় খালি পানি দিয়ে হাতটা ধুয়ে ভাত খাই, তাইলে এটা আমরা জানি ঠিকই কিন্ত আমরা করিনা । এখন না করার অনেক কারন থাকতে পাওে যে, অনেক সময় আলসেমি করি অনেক সময় আবার মনে থাকে না ,অনেক সময় সাবান থাকেনা, অনেক সময় পানি কম থাকে অনেক কিছুই হইতে পারে তাই না ।কো আপনি মৃরগী যখন ধরেন বা মুরগীর কাজ যে করেন তখন সাবান দিয়ে মাঝে মাঝে হাত ধুয়া যে বাদ যায় ওইটা কি কারনে যায় সাধারনত?
উ: অন্য কোন কাজ করতে হয় ।

প্রশ্ন: মানে কাজের তারাহুরা থাকে ?
উ: কাজের তারাহুরা থাকলে হয় ।
প্রশ্ন: আর কোন? ভুলে যান বা এমন কোন কিছু ?
উ: না , আর কোন কিছুর জন্য ভুল হয় না ।
প্রশ্ন: অনেক সময় কাজের তারাহুরা থাকলে হাত ধুয়াটা হয়না ?
উ: তখন শুধু হাত ধুইয়া যাই এই যে সাবান দেওয়ার টাইম নাই তহন। এহন এসনেই হাত ধুইয়া যাই ।
প্রশ্ন: মুরগীর খোপের নিচে কি মাটি না সিমেন্ট করা ?
উ: মাটি ।
প্রশ্ন: এই যে হাত ধইতে মুরগীর খোপ পরিষ্কার করতে হবে এইগুলা ধরেন আমরা তো কোন কাজ যখন করি সেটার তখন কোন একটা ভাল দিক থাকে বলে করি বা উৎসাহ থাকে দেখে করি হুম, তো এইগুলা হাত ধুয়ার ইয়াটা পান কোথা থেকে? এই যে কেন ধুইতে ?
উ: নিজেরেই তো ইয়ে থাকে যে একটা ময়লা জিনিস ধরলাম তখন হাতটা না ধুইলে পরিষ্কার লাগে না ।
প্রশ্ন: নিজের ভিতর থেকে একটা ঘিন্না বোধ কাজ করে ?
উ: হ্যাঁ , নিজের ভিতর থিকেই ঘিন্না কাজ করে হাতটি না ধুইওে পরিষ্কার হয় না ।
প্রশ্ন: আচ্ছা ঔষধ টৌষধ এর বেপাওে বললেন যে আপনার শশুর বাজাওে গিয়ে জিজ্ঞেস করে জিজ্ঞেস করলে ওরা যেটা দিয়ে দেয় ঐটাই খাওয়াই না কি আপনার শশুর গিয়ে বলে যে আমাকে এই ঔষধ টা দেন?
উ: না না ঔষধের নাম বলি সমস্যার কথা বলি যে এই সমস্যা হইছে
প্রশ্ন: আচ্ছা এইটা কি মানুষের যে ঔষধ পাওয়া যায় সেই দোকানে পাওয়া যায় নাকি আলাদা দোকান আছে ?
উ: না না,হাসঁ- মুরগীর দোকানে থেকেই আনা হয় যেখানে গরুর চিকিৎসা দেয় ঐখানে ।
প্রশ্ন: আচ্ছা ঔষধ বা মুরগীর এইগুলার খাবার এইগুলা কোনটা দিবেন এইগুলার বাছাই করার ক্ষেত্রে আপনার কোন ইয়া তাকে যে কোনটা দিওে সুাবধা হবে,এটা দিলে এই সুাবধা হবে বা ওইটা দিলে এই সুবিধা হবে?
উ: না,মানে এটা দেহি মুরগীর পেট ভরা থাকে নাকি,মুরগী খায় নাকি ।
প্রশ্ন: বুঝেন কিভাবে পেট ভরা কিনা? মানে কাছে আইসা জ্বালায় তখন বুঝেন ?
উ: হ্যাঁ কাছে আইসা ঘুরাঘুরি করে ঘওে দুয়ারে বেশী যায় বিছানায় উঠে নষ্ট করবার চায় তখন খাইবার দেই।খাইবার দিলে আবার দুরে যায়গা তহন বাড়ীর ত্রিসিমানায় থাকে না ।
প্রশ্ন: আর এখন যে সরিষা,সরিষা খায় মুরগী ?
উ: সরিষা খাইয়া একটু ঝিম পারে।
প্রশ্ন: এখন তো ধরেন উঠান ভর্তি সরিষা এখন তো আপনি বাধা দিবেন কেমনে মুরগীতো খাবেই ?

উ: এহন তো খায়, খাইয়া খাইয়া মুরগী ঝিম পারে,আবার যখন সরিষা না থাকে তখন মুরগীরে খাইতে ডাকি ।
প্রশ্ন: এন্টিবায়টিক কথাটা শুনছেন কোন সময় ?
উ: হ্যাঁ,এন্টিবায়টিক শুনি ।
প্রশ্ন: এন্টিবায়টিক কি?
উ: এন্টিবায়টিক হইল গোলানো ঔষধ ।
প্রশ্ন: এন্টিবায়টিক কি মানুষ খায় নাকি পশুপাখি খায় কোনটা ?
উ: আমি তো হইল গিয়া মানুষেরটাই চিনি ।
প্রশ্ন: আচ্ছা মানুষ অসুখ যখন হয় এন্টিবায়টিক দেয়?
উ: হ্যাঁ
প্রশ্ন: এই এন্টিবায়টিক ঔষধ কখনো আপনি বা আপনার পরিবারের কেউ কখনো খাইছেন ?
উ: আমি খাই নাই এন্টিবায়টিক,এন্টিবায়টিক খাই না । আমার বাচ্চাওে দুইবার খাওয়াই ছিলাম।
প্রশ্ন: কিসের জন্য ?
উ: একবার হইল ঠান্ডা জ্বর অছিল সারছিলনা আপা আরো দুই তিন ঔষধ দিছিল, পরে এন্টিবায়টিক দিছিল ।
প্রশ্ন: কাজ হয় নাই দেখে এন্টিবায়টিক দিছে ?
উ: পরে এন্টিবায়টিক দিছে আরেকবার পেট ব্যথা পাইখানা করছিল দুইবার ঔষধ দেওয়ার পর তিনবারের বেলায় এন্টিবায়টিক দিছে ।
প্রশ্ন: কাজ হয় নাই পরে এন্টিবায়টিক দিছে ?
উ: এন্টিবায়টিক দিছে হ্যাঁ..
প্রশ্ন: আপনার বাচ্চা কি নরমাল ডেলিভারি হইছে নাকি হসপিটালে ?
উ: নরমাল ডেলিভারি ।
প্রশ্ন: আচ্ছা তো আপনার কোন এন্টিবায়টিক কখনো দেন নাই আপনি ?
উ: আমি এন্টিবায়টিক খাই নাই কখনো ।
প্রশ্ন: আচ্ছা এন্টিবায়টিক সম্পর্কে কি জানেন ? এটা ভাল না খারাপ ? এটা কেন ব্যবহার করে?
উ: আপা একবার বলছিল যে এটা খাইলে অসুখ তাড়াতাড়ি সারে কিন্তু পরবর্তিতে অসুখ হইলে সারতে চায় না ।
প্রশ্ন: আচ্ছা আচ্ছা এরকম কিসের জন্য ?
উ: ঔষধের ইয়ে কমিয়ে দেয় ।
প্রশ্ন: মানে ঔষধের কি কমায় দেয় ?
উ: ঔষধ খাইলে যে কাজটা করবো নরমাল ঔষধ খাইলে তহন এন্টিবায়টিক খাইলে বলে নরমাল ঔষধ আর কাজ করে না ।
প্রশ্ন: তখন খালি এন্টিবায়টিক খাইতে হয় ?
উ: হ্যাঁ..খালি এন্টিবায়টিক খাইতে হয় ।

প্রশ্ন: এটা কি ভাল না খারাপ ?
উ: এটা খারাপ ।
প্রশ্ন: এই যে হাসঁ- মুরগী পালার ক্ষেত্রে বা গরু পালার ক্ষেত্রে এন্টিবায়টিক ঔষধ ব্যবহার হয় কিনা জানেন ?
উ: কি জানি ।
প্রশ্ন: হাঁস-মুরগীর ক্ষেত্রে এন্টিবায়টিক এর কথা শুনেনাই কখনো ?
উ: না না ।
প্রশ্ন: আচ্ছা হাসঁ- মুরগী পালার ক্ষেত্রেও এন্টিবায়টিক ব্যবহার করে অনেকে আপনার কি মনে হয় এই এন্টিবায়টিক যে রকম মানুষের বললেন যে এন্টিবায়টিক খাইলে তখন সাধারন ঔষধ কাজ করেনা । হাঁস-মুরগীকে যদি এন্টিবায়টিক খাওয়ানো হয় সেই ক্ষেত্রে কি ক্ষতির সম্ভাবনা আছে ?
উ: আছেই তো ।
প্রশ্ন: কি ধরনের ক্ষতি ?
উ: একবার অসুখ হইল এটা খাওয়াইলো সাইরা গেলোগা পরবর্তিতে যদি না সারে অন্য কোন ঔষদ দিয়া তহন তো শুধু এন্টিবায়টিক খাওয়াইতে হইবো ।
প্রশ্ন: এন্টিবায়টিক দীর্ঘদিন খাইলে কোন সমস্যা হয় জানেন কি ?
উ: রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়গা ।
প্রশ্ন: এই যে হাসঁ-মুরগীকে যখন এন্টিবায়টিক খাওয়ানো হবে তখন কি ঐ হাঁস- মুরগীর এন্টিবায়টিক আপনার শরীরে আসার সম্ভাবনা আছে ?
উ: না, কারন ঐটাতো ব্যবহার করিনা ওইটা ড্রপের মাধ্যমে ঔষধ খাওয়ানো হয় পওে হাতমুখ ধুইয়া ফালানো হয় ।
প্রশ্ন: কিন্তু ধরেন ঐ হাঁন- মুরগীটা যদি আপনি খান তার মাধ্যমে কি কোন ভাবে আসতে পারে?
উ: না,আসতে পারবে না ।
প্রশ্ন: তো হাঁস-মুরগীর ক্ষেত্রে আপনি কখনো এন্টিবায়টিক ব্যবহার করেন নাই ?
উ: না , করি নাই ।
প্রশ্ন: এই যে হাঁস-মুরগী ধরতেছেন গরু-ছাগল পালতেছেন কখনো কি এমন কোন অসুখ-বিসুখ হইছে যে, হা৭স-মুরগীর কারনেই হইছে ?
উ: না, হাঁস-মুরগী তো সারাদিনে ধরতে হয়না যখন ডিম পারে বা মুরগী বসাইতে হয় তখন শুধু মুরগী ধরা হয় ।
প্রশ্ন: হাঁস-মুরগী ধরেন কোন সময় ?
উ: না,হাঁস-মুরগী সকালে একাই ঘরে যায় রাতের বেলায় একাই যায় ।
প্রশ্ন: রাতের বেলায় কি মুরগী একাই যায় ?
উ: একাই যায় ।
প্রশ্ন: কোন সময় যেতে হবে এরা জানে ?

উ: সন্ধ্যার সময় বেলা ডুবার আগেই মুরগী ঘওে যায়গা খাওয়া পরে ঘরডা বন্ধ কইরা দেই আর সকালে উইঠা খুইল্লা দেই ।
প্রশ্ন: এই যে দরজাটা যে ধরেন এখান থেকে হাঁস-মুরগী ইয়ে লাগে না ?
উ: দরজা ধরার পরেই তো হাত-মুখ ধইয়া ফালাই ঘরে যাই সন্ধ্যা বেলা ।
প্রশ্ন: আচ্ছা দরজা ধরার পর কিভাবে হাত মুখ ধোন ?
উ: সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুই । ধুইয়া সন্ধ্যা বেলায় ঘরে যাই ।
প্রশ্ন: হাঁস মুরগী ধরেন এই যে ডিমের জন্য বসাইতে হয় তো এইগুলা থেকে কোন অসুখ-বিসুখ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি?
উ: না,এইগুলার মধ্যে কোন কিছু থাকে না ।
প্রশ্ন: বা হাঁস-মুরগীর গিলা-কলিজা এইগুলা থেকে বা চামরা এইগুলা থেকে ?
উ: ঐগুলা তো সবসময় করা হয় না , দুই একটা মুরগী কখনো জবাই করা হয় বা ওর ফাদার এইদেশে থাকলে তখন করা হয় ।
প্রশ্ন: চামরা খান নাকি ফালায় দেন ?
উ: চামরা খাই মাংসের সাথেই রান্না করে ফেলি ।